কাঁটা

গল্প সংকলন

ছন্দা চট্টোপাধ্যায়

পুনশ্চ

সূচিপত্র

কাঁটা	৭
পকেটমার	১৯
হেডলাইন টয়ট্রেন	২৩
উচ্চাশা	৩৪
ধ্রুবতারা	৪৯
সমতট	৫৫
হিরো	৬০
গোধূলির আলো	৬৬
পুনর্জন্ম	৭০
পাত্রী চাই	৭৬
দোষ	৮৩
ছেলেধরা	৮৭
ফ্রেন্ডশিপ	৯২
ফ্যান্টাসি	১০১
চেতনা	১০৭
কৃষ্ণকলি	১১১
সময় লাগবে	১১৫
অবসেসন	১১৯
একটা পাঁচিল	১২৫
আমি অমল পান্ডে	১৩০
বোঝা	১৪১
নিখোঁজ	১৪৮
দত্তক	১৫২
সাক্ষী	১৫৬
টাইম পাস	১৬২
শেষকথা	১৭৫

কাঁটা

আউট-হাউসে জোর আড্ডা চলছে। মাঝে মাঝে হল্লা এমন উচ্চগ্রামে চলে যাচ্ছে, বাড়ির ভেতরে রান্নাঘরেও দিব্যি শোনা যাচ্ছে। কুসুমিকার খুব ভালো লাগে যেদিন তার বাড়িতে বাবানদের আড্ডা বসে। আসলে স্কুল লেভেল থেকে কিছু বন্ধু আছে বাবানের, যারা মেডিক্যাল কলেজেও একসঙ্গে পড়েছে। তাই কোনোসময় বন্ধুত্বেও ভাটা পড়েনি। তাছাড়া ডাক্তারির ক্লাসের কিছু বন্ধুও আছে। ওরা এখন কেউ সরকারি বা বেসরকারি হসপিটালে হাউসস্টাফ, কেউ স্পেশালাইজেশনের পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। কেউ বিদেশে যাবার চেষ্টায় আছে। একটা কাজ এখনো কাজের চাপের মধ্যেও ওরা বজায় রাখতে পেরেছে—মাসের শেষ রবিবারটা একসঙ্গে হৈ-হুল্লোড় করে কাটানো। একেকজনের বাড়িতে একেকদিন আড্ডা বসে। বেশিরভাগ আড্ডা অবশ্য বাবানদের বাড়িতেই বসে। কারণ বাবানদের বাড়িতে একটা চমৎকার অউটহাউস আছে। পাঁচিলঘেরা বিশাল ক্যাম্পাসের মধ্যে মাঝারিমাপের সুন্দর বাংলো-টাইপ বাড়ি। কলকাতা শহরের ব্যস্ত রাস্তার ধারে এরকম বাড়িও এখন থাকতে পারে বাবানদের বাড়িতে না ঢুকলে বোঝা যায় না।

স্বস্তিক বলল, রোহন, তোদের বাড়িতে প্রোমোটারদের নজর পড়েনি!

রোহন বলল, না, সেরকম কিছু এখনো ঘটেনি। যদি কোনোদিন এরকম হয়, আমার মা একেবারেই আমল দেবেনা।

দীপ্র বলল, কি বলছিস রোহন! নিউজপেপারে দেখছিস না, প্রোমোটাররাজ এমন নটোরিয়াস হয়ে গেছে, একলা বয়স্ক মানুষ দেখলে নানাভাবে হেনস্থা করে বেঁচে থাকা অসহ্য হরে তুলছে।

সারিকা বলল, ঠিককথা। মাসিমা একলা থাকেন। তুইতো সারাদিন বাড়িতে থাকিস না। ব্যাপারটা সম্পর্কে অ্যালার্ট থাকিস।

রোহন বলল, এ ব্যাপারে অ্যালার্ট কিভাবে হওয়া যাবে? কিছু হলে ব্যবস্থা নিতে হবে।

শতাব্দী বলল, এই রোহন, তোদের বাড়িতে সেই কবে থেকে আসছি, একটা প্রশ্ন তোকে করব ভাবি। আর আসল সময়ে ভুলে যাই। তোদের এই বাড়ির নিশ্চয় একটা

ইতিহাস আছে। সেটা কি! পুরো ব্রিটিশ আমলের ছাপ রয়েছে বাড়ির সর্বত্র—তোরা লক্ষ করেছিস!

সারিকা বলল, তুই জানিস না, কিন্তু আমি আর দীপ্র আরো আগে থেকে আসছি তো! আমরা কিছুকিছু জানি। তাই নারে দীপ্র!

দীপ্র সায় দিয়ে বলল, হ্যাঁ। রোহনের দাদুর বাবা আয়ুর্বেদ চিকিৎসা করতেন। মুর্শিদাবাদের কোনো গ্রাম থেকে এসেছিলেন কলকাতায় আয়ুর্বেদ শাস্ত্র সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করতে।

রোহন ওরফে বাবান অবাক হয়ে দীপ্রর কথা শুনছিল। সেই কবে একদিন তাদের পারিবারিক ইতিহাস শুনেছিল মায়ের কাছে, এখনো এত টাটকা মনে আছে দীপ্রর!

রোহনের অবাক মুখ দেখে দীপ্রর বাক্যস্রোত বন্ধ হয়ে গেল, জিজ্ঞেস করল, কিরে, ভুলভাল কিছু বলে ফেলেছি নাকি!

রোহন বলল, না না একেবারেই না। আমি তো উল্টোটা ভাবছি। সেই কবে প্রোবাবলি ইলেভেনে পড়ার সময়ে তুই আর সারিকা মায়ের কাছে এ বাড়ির গল্প শুনেছিলি। এত খুঁটিনাটি তুই মনে রাখলি কি করে! সাংঘাতিক মেমোরি তো!

দীপ্র আশ্বস্ত হয়ে বলল, তাই বল! আমার মেমোরি অন্তত তোর চেয়ে খারাপ রোহন। আসলে এরকম কটা বাড়ি আছে বল কলকাতায়! তাছাড়া তোদের বাড়ির ইতিহাসটাও যথেষ্ট ইন্টারেস্টিং। এই শোন তোরা। একবার শুনলে তোদেরও মনে থাকবে—গ্যারান্টি!

রাকেশ বলল, বেশি ভ্যানতাড়া না করে বলে ফেল দেখি।

দীপ্র বলল, তো রোহনের পৈদাদু আয়ুর্বেদ শাস্ত্র অধ্যয়ন করে কলকাতাতেই থেকে গেলেন এবং চিকিৎসক হিসেবে নাম কুড়োলেন। থাকতেন কালীঘাট এরিয়ার ছোটোখাটো একটা বাড়ি ভাড়া নিয়ে। একবার কোনো ঘ্যামা ব্রিটিশ অধিকর্তার একমাত্র ছেলেকে মৃত্যুর হাত থেকে ফিরিয়ে আনেন। কৃতজ্ঞতা স্বরূপ ঐ ব্রিটিশ অধিকর্তা এই পাঁচিলঘেরা জমিটা তাঁকে দান করেন।

রোহন বলল, সেই পাঁচিলটাই এখনো রয়েছে কিন্তু। কি কোয়ালিটি ছিল বল! তখন শুধু আউটহাউসটা ছিল। আমার পৈদাদু এখন যেখানে বাংলোবাড়িটা দেখছিস, ওখানে একটা দু-কামরার ঘর বানিয়ে বসবাস শুরু করেন। আর আউটহাউসে বসে রোগী দেখতেন।

সারিকা বলল, এবার আমার মেমোরি টেস্ট হবে। আমাকে বলতে দে প্লিজ।

রোহন দীপ্র দুজনেই হেসে বলল, প্লিজ ম্যাম ক্যারি অন।

সারিকা বলল, রোহনের দাদু আবার উল্টোপথে পা বাড়ালেন। পৈদাদুর ইচ্ছা ছিল ছেলেও চিকিৎসক হোক, কিন্তু ছেলের মন ব্যবসাতে। তিনি ব্যবসা করে অনেক টাকাও রোজগার করলেন। তখনই ওদের এখনকার বাংলোবাড়িটা তৈরি হলো—তাইনা! —

রোহনের দিকে তাকাতে রোহন বলল, থামলি কেন ঠিক ট্র্যাকেই তো এগোচ্ছিস। বাই দ্য বাই তোরও মেমোরি খুব ভালো—একথা স্বীকার না করে উপায় নেই।

ইতিহাসের গন্ধ পেয়ে রাকেশ বেশ উত্তেজিত মনে হলো। বলল, ওসব মেমোরির প্রশংসা-টোশংসা পরে করলে হয়না! সারিকা প্লিজ কনটিনিউ—

সারিকা বলল, কিন্তু ওর দাদু বেশিদিন বাঁচেননি। ওর বাবা তখন সবে স্কুল পেরিয়েছেন, তখন মারা গেলেন। জমানো টাকা-পয়সা ছিল বলে ঠাকুমার ততটা অসুবিধা হয়নি ছেলেকে মানুষ করতে। ছেলে মানে রোহনের বাবা ভাস্কর আঙ্কেল কিন্তু ব্যবসার দিকে গেলেন না। নিজের দাদুর পথ অনুসরণ করে ডাক্তার হলেন। কিন্তু উনিও অল্পবয়সে চলে গেলেন নিজের বাবার মত। রোহন, আমি, দীপ্র—আমরা তখন সবে টুয়েলভ দিয়েছি। ছেলের ব্রাইট রেজাল্টটাও জেনে যেতে পারেননি আঙ্কল। আন্টি খুব সামলে নিয়েছেন পরিস্থিতি। বহুদিন পর্যন্ত রোহনকে আমরা দেখেছি ক্লাসের শেষ রো-তে মনমরা হয়ে বসে আছে! যাইহোক সময় সব সমাধান করে দেয় বলে রক্ষা।

শাহরুখ এতক্ষণ চুপচাপ মন দিয়ে সবার কথা শুনছিল। পরিবেশটা একটু সিরিয়াস হয়ে গেল দেখে হঠাৎ বলে উঠল, এই কফিগুলো এবার শেষ কর। এতক্ষণে বরফ হয়ে গেল নাকি দ্যাখ!

সবাই কাপ তুলে দেখাল—কফি বহুআগেই শেষ হয়ে গেছে।

শাহরুখ গম্ভীর হয়ে বলল, জানিতো শেষ হয়ে গেছে। ইচ্ছা করে চোঁচালাম। যা সিরিয়াস মুখ হয়ে গেছিল তোদের!

রোহন বলল, এটা মহা বদমাস কিন্তু। এমন মুখ করে থাকে, যেন ভাজামাছটি উল্টে খেতে জানেনা। শতাব্দী, এখনো সময় আছে—ওর খপ্পর থেকে বেরিয়ে যা।

শাহরুখ বলল, কি খারাপ বন্ধুরে তোরা! এতকাল শুনেছি বন্ধুরা প্রেমের ব্যাপারে সবসময় পাশে থাকে! আর তোরা ওকে ওসকাচ্ছিস সম্পর্ক ভাঙার জন্যে।

শতাব্দী বলল, ওর খপ্পরে ঢুকলাম কবে, যে বেরিয়ে আসতে হবে! আমি কোনো খপ্পরে ঢুকছি না বাবা। বন্ধুত্ব থেকে প্রেম—ব্যস এইপর্যন্ত ঠিক আছে। তারপরে আর এগনো ঠিক নয় আমার মতে।

সারিকা বলল, তার মানে! তুই শাহরুখকে বিয়ে করবি না!

শতাব্দী বলল, শাহরুখ কেন, আমি কাউকে বিয়ে করব না। কারণ আমি মনে করি ডাক্তারি পেশায় প্রাইভেট লাইফের কোনো স্পেস নেই। পেশেন্ট-কেয়ারই একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত।

শাহরুখ বলল, তুমি বলছ ডাক্তারদের বিয়ে করার অধিকার নেই? কিন্তু ডাক্তাররা স্বভাবিক জীবনের বাইরে যাবে কেন! তারাও মানুষ। মহামানব নয়।

শতাব্দী বলল, আমি তো আমার মতের কথা বলেছি। তোদের ওপর আমার মতামত চাপাতে যাব কেন?

শাহরুখ একটু গম্ভীর হয়ে হাতে ধরা ম্যাগাজিনের পাতা ওল্টাতে লাগল।

রোহন বলল, শতাব্দীর পয়েন্টগুলো কিন্তু ভেবে দেখার আছে। সত্যিই তো ডাক্তারদের ধ্যান-জ্ঞান হওয়া উচিত পেশেন্ট। যে কোনো ইমারজেন্সিতে যখন-তখন পেশেন্ট অ্যাটেন্ড করতে হতে পারে। এতে ব্যক্তিগত জীবন হ্যাম্পারড হবেই। তা নাহলে ডেডিকেশন সম্ভব নয়।

স্বস্তিক বলল, এতক্ষণ আমি খুব ভালো শ্রোতা হয়ে বসেছিলাম। আর পারা গেল না। রোহন, তোর আর শতাব্দীর মত অনুযায়ী ডাক্তারদের সন্ন্যাস নেওয়া উচিত, তাইনা?

শতাব্দী বলল, তা কেন! বিয়ে না করার অর্থ কি সন্ন্যাস নেওয়া! বোকা-বোকা কথা বলিস না প্লিজ! তাছাড়া আমি আমার মতামত জানিয়েছি। রোহন আমাকে সাপোর্ট করেছে—এই মাত্র! আমরা তো তোদের মাথায় বন্দুক ধরে বলিনি—আমাদের মতই শ্রেষ্ঠ মত, সেটাই সাপোর্ট করতে হবে!

দীপ্র বলল, একদম ঠিক। যার খুশি হবে বিয়ে করবে। কে আটকাচ্ছে। তবে শাহরুখের জন্যে খারাপ লাগছে। ওর নিশ্চয় বিয়ে করার ইচ্ছা আছে। কিরে শাহরুখ!

শাহরুখ বলল, নিশ্চয়। আমি নিজেকে সাধারণ মানুষ মনে করি। স্বাভাবিক জীবন-যাপন পছন্দ করি। বিয়েটা দুজন মানুষের একসঙ্গে থাকার সামাজিক স্বীকৃতি। এর মূল্য নেই? তাছাড়া জৈবিক নিয়মকে অস্বীকার করার মধ্যে কোনো গৌরব আছে বলে আমি মনে করিনা।

রাকেশ বলল, ডোন্ট টেক ইট সিরিয়াসলি—একটা প্রশ্ন করছি। তোর আর শতাব্দীর প্রেম সেই ফার্স্ট-ইয়ার থেকে। এতদিনের প্রেম, অথচ এখন শতাব্দী বলছে বিয়ে করবে না। তাহলে তোদের সম্পর্ক কি এভাবেই চলবে!

শতাব্দী বলল, আই অবজেক্ট। তোরা না জানতে পারিস, শাহরুখ বরাবরই জানে, আমি বিয়েতে রাজী নই। তার কারণ আমাদের আলাদা ধর্ম, তা কিন্তু নয়। আমার বাড়িতে সবাই জানে শাহরুখের সঙ্গে আমার অ্যাফেয়ার আছে। ব্যাপারটা কারোর পছন্দ নয় ঠিকই। কিন্তু এটাও জানে, আমি যদি বিয়ে করার ডিসিশন নিই, কেউ আটকাতে পারবে না।

রোহন বলল, শাহরুখ, তোদের যদি বিয়ে না হয়, তাহলে তোদের সম্পর্কের ভবিষ্যত কি!

স্বস্তিক বলল, প্লিজ তোরা এবার থাম। শাহরুখ-শতাব্দী কি করবে আলটিমেটলি ওরাও এখন বলতে পারবে না। দেখাই যাবে কি হয় শেষপর্যন্ত।

সারিকা বলল, ঠিক বলেছিস, আমরা কেউ ভবিষ্যতদ্রষ্টা নই। শতাব্দীকে শুধু আমার একটা সাজেশন আছে। পুরনো প্রবাদটা মনে রাখিস—যে রাঁধে সে কিন্তু চুলও বাঁধে।

শতাব্দী বলল, জানি। কিন্তু রাঁধা এবং চুলবাঁধা কিন্তু দুটো কাজের ক্যাটেগরিতে পড়ে। বিয়ে কোনো কাজ নয়, একটা স্ট্যাটাস সিম্বল!

দীপ্র বলল, কোথায় খাপ খুলেছ গুরু! শতাব্দীর সঙ্গে তর্কে তুই পারবি না। তার চেয়ে আন্টির কাছে খোঁজ নে বরং লাঞ্চ কতদূর! খিদে পেয়ে গেছে বকবক শুনে।

কাউকে আন্টির কাছে খোঁজ নিতে যেতে হবে না। টেবিলে খাবার রেডি হয়ে আছে। সার্ভ করা বাকি! খিদের আর কি দোষ! দুটো বাজতে চলল—একমুখ হাসি নিয়ে ঘরে ঢুকে বলল কুসুমিকা।

এসো তোমরা—আমি এগোলাম। চলে গেল কুসুমিকা।

২

আড্ডা দিতে দিতে খাওয়া। একঘণ্টারও বেশি সময় পেরিয়ে গেল। কুসুমিকা ওদের খেতে দিয়ে নিজে খেয়ে নিল। তখনো ওদের খাওয়া চলছে। এই দৃশ্যটা খুব উপভোগ করে কুসুমিকা। পুরনো কিছু স্মৃতি তাজা হয়ে চোখের সামনে ভেসে ওঠে। খুব আড্ডাবাজ ছিল ভাস্কর। মাঝে মাঝেই এরকম আড্ডা খাওয়া-দাওয়া চলত এই বাড়িতে। কুসুমিকা নিজে খুব শান্তশিষ্ট হলেও ভাস্করের প্রাণচাঞ্চল্য খুব পছন্দের ছিল। সেই মানুষটা হঠাৎ একদিন চেম্বার থেকে বাড়ি ফিরবে না—কল্পনাতেও ছিল না কুসুমিকার। দিব্যি সুস্থসবল মানুষ রুটিনমাফিক বেরিয়ে গেল। দুপুরে হসপিটাল থেকে ফোন এল—একটা বাচ্ছাকে বাঁচাতে গিয়ে বাসের সঙ্গে গাড়ির ধাক্কায় স্পষ্ট ডেথ হয়েছে ভাস্করের। শেষদেখার স্মৃতিটা বারবার মনে পড়ে। বেরোবার আগে প্রতিদিনের অব্যেস ছিল ভাস্করের পিছুপিছু দরজা অবধি যাওয়া। সেদিনও গিয়েছিল। প্রতিদিনের অব্যেস ছিল বেরোবার মুখে কুসুমিকাকে আলতো আদর করা। সেদিন একটু বেশি আদর করে বলেছিল—পাগলি! সেই হাসিমুখটা এখনো সমান উজ্জ্বল! ভাস্করের চলে যাবার পরের দু-তিনটে বছর কেমন যেন দুঃস্বপ্নের ঘোরের মধ্যে কেটেছে মনে হয়। শুধু ছেলেটার মুখের দিকে তাকিয়ে সামলাতে পেরেছিল। বাবানের বাবা মায়ের চেয়েও বেশি প্রিয় ছিল। ভাস্কর মারা যাবার সময় বাবান যথেষ্ট বড়ো। কিন্তু ওকে দেখে মনে হচ্ছিল—বাবা বেঁচে নেই, আর কোনোদিন দেখা হবেনা—এসব ওর মাথায় ঢুকছিল না। অথবা ও ভাবতে চাইছিল না। ভাস্করের সাইকিয়াট্রিস্ট বন্ধু অনুপমদা সেইসময় বাবানের চিকিৎসা করেছিলেন। কুসুমিকাকে বলেছিলেন, আপনাকে অনেক শক্ত হতে হবে। ছেলেটাকে বাঁচাতে হলে স্বাভাবিক জীবনে ফেরানোর জন্যে আপনাকেই হাল ধরতে হবে। আপনার ভেঙে পড়া চলবে না।

ব্যস, তারপর থেকে বাবান আর বাবানের ভবিষ্যত—জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হয়ে গেছিল কুসুমিকার কাছে। বাড়িতে ঘন ঘন আসতে আসতে অনুপমদা বাড়ির মানুষ হয়ে গেছিলেন। কুসুমিকা-বাবানের অভিভাবক হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু সেই অনুপমদা যেদিন অদ্ভূত কথাটা বললেন, কুসুমিকার অন্তরে প্রায় সেরে-আসা পুরনো ক্ষতটা নতুন করে জেগে উঠল। সব থেকে কষ্ট পেয়েছিল—কোনো প্রতিবাদ করা সম্ভব হয়নি। যেহেতু বাবানকে সুস্থ করে তোলার বিপুল কৃতজ্ঞতার ঋণের বোঝা ছিল মাথার ওপরে। অবশ্য অনুপমদা কুসুমিকার কঠিন চাহনি দেখে কি অনুমান করেছিলেন, তা জানতে পারেনি কুসুমিকা। কারণ অনুপমদা আর এ বাড়িতে কোনোদিন পা রাখেননি। বাবান অনেকবার জানতে চেয়েছিল তার অনুপম আঙ্কল আর বাড়িতে আসছেন না কেন! কুসুমিকা বলেছিল, বাবান সুস্থ হয়ে গেছে হয়তো তাই। যদিও বাবানকে তারপরেও বেশ কয়েকটা সিটিং-এ যেতে হয়েছিল অনুপমদার চেম্বারে।

যাকগে কিসব আবোল-তাবোল ভাবছে! আর কটাদিন তার দায়িত্ব। বাবান এখন স্বনির্ভর। আরো উন্নতির চেষ্টা করছে। করুক। বিয়ে-থা নিয়ে ভাবনার এখনো দেরী আছে। সারিকাকে কুসুমিকার খুব পছন্দ। সেই ছোটোবয়স থেকে দেখছে। কোনোদিন কোনোরকম বেচাল দেখেনি। নরম-সরম একটা ভালো মেয়ে। অবার মেধাবীও। দীপ্র আর বাবানের ভালো বন্ধু। দুজনের সঙ্গেই এমন লেপটে থাকে, মেয়েটার কাউকে বিশেষ পছন্দ কিনা বোঝা যায় না। বাবানকে একদিন মজা করে জিজ্ঞেস করেছিল, সারিকা কি তোর বিশেষ বন্ধু নাকি শুধুই বন্ধু? ঠিক উত্তর দিবি কিন্তু।

বাবান বলেছিল, কিসব প্রশ্ন করোনা মা, শুনলে হাসি পায়। আমরা শুধুই বন্ধু, বিশেষ-টিশেষ কিছু নয়।

আড্ডাতেও দুটি মেয়েই আসে বরাবর। তারমধ্যে একটি তো এনগেজড। তারমানে ছেলে এখনো পর্যন্ত নিজের কোনো গার্লফ্রেন্ড জোগাড় করে উঠতে পারেনি।

দীপ্রর কথায় ভাবনায় ছেদ পড়ল কুসুমিকার।

—আন্টি, তখন থেকে কি ভাবছেন বলুন তো অন্যমনস্ক হয়ে!

কুসুমিকা বলল, আমি! না না তেমনকিছু নয়। তোমাদের আড্ডার বহর দেখে আমার প্রথম জীবনের কথা মনে পড়ে যাচ্ছিল। আঙ্কল খুব আড্ডাবাজ মানুষ ছিলেন।

সারিকা বলল, হ্যাঁ হ্যাঁ শুনেছি রোহনের কাছে। আপনার তো সারাদিন একলাই কাটে। রোহনের একটা বিয়ে দিয়ে দিন।

দীপ্র বলল, গাধার মত কথা বলিস না তো! তুই নিজে মেয়ে হয়ে আরেকটা মেয়েকে ইনসাল্ট করলি কিন্তু। রোহনের বৌ কি আন্টিকে কম্পানি দেবার জন্যে এ বাড়িতে আসবে! তারমানে সে একটা সাজানো পুতুল হয়ে থাকবে, তাইতো! তোর স্বনির্ভর হবার অধিকার আছে, আর সেই মেয়েটা ঘরে বসে বসে সময় নষ্ট করবে?